যায়যায়দিন

পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ৩....

৪৩

আন্দোলনরত দুই শিক্ষক সংগঠনের দাবি

নতুন স্কেলে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে গেছে

যাযাদি রিপোর্ট

নতুন বেতন স্কেলে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন না বেড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে গেছে। সরকারের নতুন বেতন স্কেল আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দুই সংগঠন এ দাবি জানিয়েছে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন ও জরুরি পর্যালোচনা সভায় এ দাবি জানানো হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, অর্থমন্ত্রী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নতুন করে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেও বেতন স্কেল বাস্তবায়নে খরচ হবে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকা। নতুন বেতন স্কেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন বর্তমান স্কেলের চেয়ে একধাপ উন্নীত করা হয়েছে জানিয়ে তারা বলেন, এ শিক্ষকরা অনায়াসে দু'তিনটি টাইম স্কেল পেয়ে নতুন ঘোষিত বেতন স্কেলের তুলনায় বেশি বেতন পাচ্ছেন। তাই নতুন স্কেলে তাদের বেতন কমে যাবে'। তারা প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ বিধি সংশোধন করে যোগ্যতাভিত্তিক বেতন স্কেল ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের উচ্চপদে পদোন্নতির দাবি জানান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি আবদুল আউয়াল তালুকদার, মহাসম্পাদক আবদুস সালাম, সহসভাপতি নেসার উদ্দিন, আবদল মজিদ, নাসির উদ্দিন, নরুন্নাহার বেগম, আনোয়ার হোসেন, সাইদুর রহ[illegible] প্রমুখ।

অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষ[illegible] সমিতি বলেছে, বেতন স্কেল উন্নীত ক[illegible] অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞা[illegible] অনুযায়ী পাওয়া বেতন টাইম স্কেল পাও[illegible] শিক্ষকের বেতনের চেয়ে কম হ[illegible] গতকাল সমিতির জরুরি পর্যালোচনা স[illegible] শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দা[illegible] জানানো হয়। এতে বলা হয়, সরকার [illegible] থেকে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো[illegible] প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হ[illegible] আগস্ট থেকে। উপরন্তু সেই বেতন স্কে[illegible] শিক্ষকরা লাভবান না হয়ে উল্টো ক্ষতিগ্র[illegible] হচ্ছেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতি[illegible] সেক্রেটারি কাজী আকা ফজলুল হ[illegible] এসএম আলতাফ হোসেন প্রমুখ।